REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সচিত্র লজ্জতন্নেছা

যে পুস্তক পাঠের আশায় বাঙ্গালার পাঠকগণ এতকাল নিরাশ হইয়াছিলেন ইহা সেই যুগান্তকারী ভোজরাজ মন্ত্রী কোকা পণ্ডিত বিরচিত সকলের আকাঙ্ক্ষিত সচিত্র লজ্জতন্নেছা। যে কামশাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় কোকা পণ্ডিতকে অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও যুবতীবৃন্দ তাহাকে পাইবার জন্য পাগলিনী প্রায় হইয়া রূপবান ভোজরাজকেও উপেক্ষা করিয়াছিল—ইহাতে সেই কোকা পণ্ডিতের জ্ঞানভাণ্ডার সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা জগতের স্ত্রী পুরুষের শ্রেণী, বর্ণ, স্বভাব, আকাঙ্ক্ষাদির বিবরণ সতী অসতী নিরূপণের উপায়, সৎ ও অসৎ, অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু সন্তান হইবার কারণ ও ইচ্ছামত পুত্র কন্যালাভ, সহবাসরীতি পুরুষের প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ বৃদ্ধির উপায় রতিক্রিয়া সম্যক উপভোগের পন্থাদি—কামশাস্ত্রীয় সকল গুপ্ত বিষয় বিশদ-ভাবে বর্ণিত আছে। কোকা পণ্ডিতের ন্যায় কামশাস্ত্রজ্ঞ রমণীরঞ্জক হইয়া দীর্ঘজীবন লাভের আশা করিলে এই সুদুর্লভ লজ্জতন্নেছা পাঠ করিতে ভুলিবেন না। মূল্য ১ খানি এক টাকা ডাক মাশুল ।০ চারি আনা।

প্রাপ্তিস্থান—এস, সি, শীল, ১৫।৩ লক্ষ্মী দত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার কলিকাতা।

১৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৯ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৫ ইংরাজী 25th July 1928. | ১১শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩৬ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অথবা অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
„ „ মাঝারি শিশি ২৷৷০
„ „ ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন শীত ও বসন্ত আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারদ, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

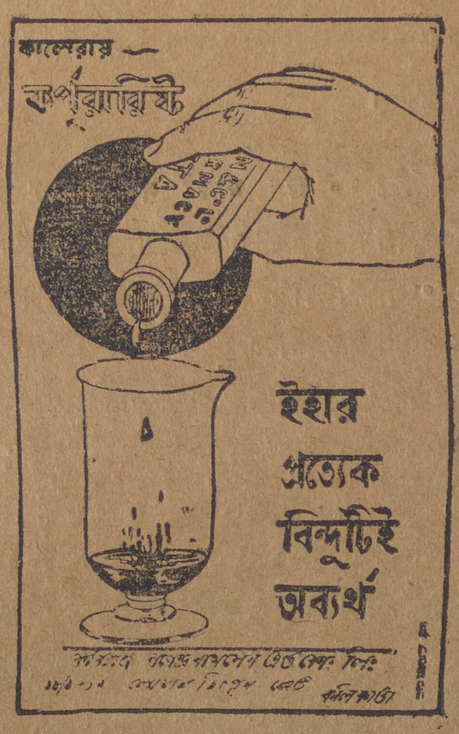

কর্পূরারিষ্ট ঘর কারয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৯ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৫ সাল।

রেল দুর্ঘটনা।

—•—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল লাইনের গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণ বেলুড়ের নিকট লাইন ভ্রষ্ট হইয়া যে সাংঘাতিক কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে তাহার খবর জানিতে পারিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছি। এমন কাণ্ড ঘটিতে সচরাচর প্রায়ই দেখা যায় না বলিয়াই আতঙ্কের মাত্রাটা সকলের নিকটেই অত্যন্ত বেশী পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। পাটনা গয়া অঞ্চলের অধিকাংশ লোক কলিকাতা হইতে ঐ গয়া প্যাসেঞ্জারেই ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং হাওড়া হইতে পশ্চিমে যাইবার ঐ খানাই শেষ যাত্রী গাড়ী বলিয়া উহাতে ভীড়ও অত্যন্ত বেশী হইয়া থাকে। এমনি একখানি যাত্রী গাড়ী এমন অকস্মাৎ ধ্বংস হইয়া যাওয়াতে কত লোকের প্রাণ যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা কল্পনা করিতেও আতঙ্কে আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠে।

ই, আই, আর, কোম্পনী জানাইয়াছেন যে দুর্ঘটনার স্থানে রেল লাইন পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে লাইন খুব ভাল অবস্থাতেই আছে—শুধু খানিকটা লাইন সরাইয়া লওয়ার ফলেই ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। লাইন কেহ সরাইয়া লইয়াছে কি মেরামতির দোষে ঐ দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহা তদন্ত দ্বারা নিরূপিত করাই সঙ্গত।

এ পর্য্যন্ত ২০ জন যাত্রী মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ কিন্তু ইহাও প্রকাশ যে ঐ ট্রেণে প্রায় ৬০০ শত যাত্রী ছিল এবং তৃতীয় শ্রেণীর দুইখানি গাড়ী একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী যে কি রকম যাত্রী-বোঝাই হইয়া থাকে তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই জানা আছে এবং প্রত্যেক গাড়ীতে '৬৬ জন বসিবেক' লেখা থাকা স্বত্বেও যে তাহাতে ১০০ জন যাত্রী উঠিতে এবং দাঁড়াইয়া যাইতে বাধ্য হয় তাহা কে না জানে? ঐ রকম দুইখানা গাড়ী যদি চুরমার হইয়া থাকে তাহা হইলে কি পরিমাণ লোক যে মারা যাওয়া সম্ভব তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারা যায়! ঐ দিন ঐ গাড়ীর জন্য হাওড়া ষ্টেশনে কতগুলি টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে কোন শ্রেণীর কতখানা টিকেট ছিল তাহা রেল কোম্পানীর জনসাধারণকে জানান কর্ত্তব্য।

বিধবা নারী হরণ।

—•—

জোর পূর্ব্বক বিবাহ করিবার চেষ্টা।

কদুবালা দাসী নাম্নী এক ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা হিন্দু বিধবা বালিকাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়ার অপরাধে ইয়াকুব ও হবিব নামে দুইজন মুসলমান যুবক অভিযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের নামে পরোয়ানা জারি করা হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ—বালিকার রূপযৌবনে মুগ্ধ হইয়া উক্ত মুসলমান যুবকদ্বয় তাহাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে। একদিন তাহারা বালিকাটীর খুড়ীর কাছে গিয়া বালিকাটীকে তাহাদের হাতে দিতে বলে। বালিকার খুড়ী অস্বীকার করায় আসামীরা তাহাকে শাসাইয়া যায়। বালিকার খুড়ী শঙ্কিত হইয়া বালিকাকে তাহার মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়। তারপর বালিকার মাতা পীড়িতা হইয়া পড়িলে বালিকা একদিন তাহার মাতাকে দেখিবার জন্য খুড়ীর বাড়ীতে আসে। ইতিমধ্যে দুর্ব্বৃত্তেরা ইহা জানিতে পারিয়া বালিকাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। পরে তাহারা বালিকাকে আদালতে উপস্থিত করিয়াছে—তাহাদের ইচ্ছা ছিল বালিকাকে দিয়া তাহারা এই বলাইবে যে, বালিকা ইচ্ছা করিয়াই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চায়।

আলিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের তলব করিতেই তাহারা কোথায় সরিয়া পড়ে।

হীন বর্ব্বরের পৈশাচিক প্রবৃত্তি।

—•—

অসহায়া বালিকার করুণ কাহিনী।

আমজাদ বিবি নাম্নী ২০ বৎসর বয়স্কা এক মুসলমান রমণী আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ডি, পি, ঘোষের এজলাসে তাহার মর্ম্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়াছে।

আমজাদ বিবির স্বামীর বাড়ী সীতারামপুরে তাহার স্বামী অন্ধ হওয়ায় তাহাকে সে হাসপাতালে চিকিৎসার্থ পাঠাইয়া দেয়। পরে সে তাহার শিশুকন্যাকে লইয়া কলিকাতা আলিমুদ্দি লেনে ননদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার ইচ্ছা ছিল কোথাও একটা চাকরী জুটাইয়া সে তাহার শিশুকন্যা ও অন্ধ স্বামীকে পালন করিবে। এই সময় সেখ ম্যাথু নামে এক ব্যক্তি তাহার ভাগিনেয় বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহার দুঃখে মায়াকান্না কাঁদিয়া তাহার একটা উপায় করিয়া দিবে বলিয়া সহানুভূতি জানায়। এই বদমায়েস পরে রমণীকে লইয়া ১৭৯নং লোয়ার সার্কুলার রোডে একটা প্রকাণ্ড খালি বাড়ীতে লইয়া গিয়া বলে যে বাড়ীটি একটী বেগমের। তাহাকে এই বেগমেরই সে পরিচারিকা করিয়া দিবে। এই বলিয়া সেখ ম্যাথু রমণীকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া ফেলে ও শিশুটিকে বাহিরে রাখে। ঘরের মধ্যে রমণীর মুখ বন্ধ করিয়া ম্যাথু ও রহিম নামে অপর একজন আসামী তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে ও শেষে তাহার গহণাদি লুঠ করিয়া লইয়া তাড়াইয়া দেয়।

আসামীদ্বয় নিজেদের নির্দ্দোষ বলিয়াছে। মামলা চলিতেছে।

ফুল।

—•—

থরে, থরে, থরে, উদ্যান ভিতরে,
রাঙ্গা, রাঙ্গা ফুল শোভিছে কেমন।
প্রভাত অরুণ মাখিয়াছে গায়,
হরে নিছে যেন হৃদয় মন॥

এহেন সুন্দর রূপরাশি তোর,
বল, বল, ফুল! রবে কতদিন।
কালচক্রে পরে সকলি হারাবে,
মধুর সৌন্দর্য্য হইবে মলিন॥

পত্র শুষ্ক হ'বে, ঝড়িয়া পড়িবে,
বৃন্ত আঁকড়িয়া থাকিবেনা আর।
যাহাতে জনম, মিশিবে তাহায়,
মিছে গর্ব্ব, মিছে রূপ, মিছে অহঙ্কার॥

মানবেরও ঠিক ফুলের মত
যৌবনের রূপ, লাবণ্য সুন্দর।
কাল বশে তার সকলি ফুরাবে,
রবেনা, রবেনা শোভা মনোহর॥

বার্দ্ধক্য আসিবে, দেহ নত হবে,
স্খলিত দশন, পককেশচয়।
অচিরে তাহার হবে কান্তিহীন,
মৃত্যুর কবলে হইবে মিলয়॥

এ ভব ভবনে নিরখি সদাই,
কত রূপ, কত শোভা, কতই যৌবন
আসে যায়; কিন্তু থাকেনাকো কেও,
কাল সিন্ধুজলে হয়গো মগন॥

যদি, ভবদেব! তোমারি হৃদয়
দয়ার আধার, তুমি হিতকর।
কেন প্রবঞ্চনা, কেন নিষ্ঠুরতা,
কেন তুমি মোদের কামনা হর?

শ্রীপতিনাথ চক্রবর্ত্তী,
রঘুনাথগঞ্জ।

প্রাপ্ত।

—•—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,—

সমসেরগঞ্জ থানার এলাকাভুক্ত আমাদের নপাড়া উমরপুর গ্রামের পূর্ব্বদিকে সমসেরগঞ্জ, সুতী ও পাকুড় থানার এলাকাধীন নপাড়া, দোগাছি, বাউরীপুলি, উমরাপুর ও ঝিকরহাটী মৌজার প্রায় ৩০০০/০ তিন হাজার বিঘা জমি আছে। এবার এদিকে বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হয় নাই। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে বৃষ্টি হওয়ায় সেই সময় উল্লিখিত জমি সমূহে আমন ধান্যের বীজ বপন করা হইয়াছিল। ধান্যের গাছ অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ হইতে না হইতেই হঠাৎ প্রবল বন্যা আসিয়া সমস্ত ধান্য ডুবাইয়া দিয়াছে। মাঠে এখন অগাধ জল। বন্যাও সরিল না, ধান্যও জাগিল না, পচিয়া নষ্ট হইয়া গেল। আমন ধান্যের বীজ ফি বিঘা ১৫ সের হিসাবে বপন করা হয়। এ হিসাবে প্রায় ১২০০/০ বার শত মণ ধান্য নষ্ট হইয়া গেল। বন্যায় বীজ নষ্ট না হইলে

জঙ্গিপুর সংবাদের
ক্রোড় পত্র।

৯ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৫, ইংরাজী ২৫শে জুলাই ১৯২৮।

বর্দ্ধমান।

বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট নামক স্থানে অজয় নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে প্রায় ৫০ খানি গ্রামে বন্যা হইয়া গিয়াছে। বহু-লোক গৃহহীন ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছে।

মেদিনীপুর।

কাঁশাই নদীর বন্যায় মেদিনীপুর জেলার তমলুক, পাঁশকুড়া, রামনগর, ডেব্রা, হরিঘাটাল কন্টাই, খড়্গপুর প্রভৃতি থানার বহুস্থান ডুবিয়া গিয়াছে। বহুলোক গৃহহীন ও নিঃসম্বল হইয়াছে।

কাশীর সাহায্য।

বালুরঘাটের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীর সাহায্যার্থে বেনারস সঙ্গীত সম্মিলনী নগদ ২৫০ টাকা, বিস্তর কাপড় ও ১০ মণ খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস্‌এর
চাঁদমার্কা পাচন
ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।
নূতন জ্বর এক দিনে পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য হয়।
ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে নিয়মিত সেবনে রোগের আক্রমণ ভয় থাকে না।
সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।
সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সুতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধসেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।

MOTOR CARS   MOTOR BUS

THE NEW FORD.

নূতন মডেল ফোর্ড কার

এবারে আসিয়াছে।

ইহাতে স্পোক হুইল, চারি চাকায় ব্রেক ও শক্ এবজরভার এবং গিয়ারযুক্ত ইহার ডিজাইন সম্পূর্ণ নূতন। সম্মুখে পশ্চাতে বাম্পার, স্পীডোমিটার, মাইল মিটার, আম্ মিটার, পেট্রল মিটার, ষ্টপ লাইট, ড্যাস লাইট ইত্যাদি নানারূপ নূতনতর ফিটিংস্ দ্বারা সুসজ্জিত।

এরূপ সর্ব্বসুন্দর গাড়ী এত অল্প দামে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিক্রয় হয় নাই।

ইহা ৪০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত, ঘণ্টায় ৬০ মাইল স্পীড্ এবং এক গ্যালন পেট্রলে ৩০ মাইল রাস্তা যাইবে।

দাম—২৪৫০৲ টাকা। কিস্তি করিয়া টাকা দিবার উত্তম ব্যবস্থাও আছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেন্টস্‌কে পত্র লিখুন বা এখানে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

Ford SALES AND SERVICE

বনয়ারীলাল মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স।
খাগড়া পোঃ (মুর্শিদাবাদ)

আর কিসের ভাবনা

ডাঃ ব্যানার্জ্জির আবিষ্কৃত ঔষধ ব্যবহার করিয়া নিরাময় হউন।

জ্বরাঙ্কুশ—সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অমোঘ অব্যর্থ মহৌষধ। শত শত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া ইহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে, খাইতে খারাপ নহে। মূল্য ৷৷৵০

নিমোলীন—পাচড়া, খোস, চুলকনা, সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ঘা, উপদংশ ঘা প্রভৃতির মহৌষধ। তিন দিন ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই। মূল্য মাত্র ৷৴০

সর্ব্বদদ্রুনাশন—বাজারের দাদের মলম হইতে ভাল কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কাপড়ে দাগ লাগিবে না। ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই। মূল্য ৷০

পাইকারী ডজন দর স্বতন্ত্র। মাশুল পৃথক লাগিবে। এজেন্টগণের সহিত বিশেষ ব্যবস্থা করা যায়।

সোল এজেন্ট :—ব্যানার্জ্জি কোং।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

—৹—

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাক্তার নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ঐ সমস্ত জমিতে প্রায় ২৫০০০/০ পঁচিশ হাজার মণ ধান্য উৎপন্ন হইত এবং তাহাতে প্রায় ২০০০ দুই হাজার লোকের এক বৎসরের খোরাক চলিত। সুতরাং এই বন্যায় এতদঞ্চলের যে কত ক্ষতি হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। গত বৎসর এদেশে হৈমন্তিক ধান্য হয় নাই, কিন্তু আমন ধান্য আশানুরূপ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া সকলকে অজন্মার কষ্ট সম্পূর্ণ ভোগ করিতে হয় নাই। দুঃস্থ ব্যক্তিগণ কষ্টেসৃষ্টে কোনও উপায়ে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাকুড় বাজার হইতে রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানের চাউল ক্রয় করিয়া কোনপ্রকারে এতদিন কাটাইয়াছিল, কিন্তু আর তাহাদের চলে না। এখন পেট খরচ ও চাষ আবাদের খরচ—এই উভয়বিধ ব্যয় সংকুলান করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে মহাজনের অভাব উপলব্ধি করিয়া এই প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইবার আশায় আমাদের গ্রামবাসী অনেকে জঙ্গিপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্জ লইবার জন্য ৫ মাস পূর্ব্বে দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এযাবৎ টাকা পাইবার কোনও আশা না পাইয়া দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছে। ইদানীং এ অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় হৈমন্তিক ধান্যের বীজ বাহাল হয় নাই বলিয়া এই বৃষ্টির জল কোনও কাজে লাগিতেছে না অধিকন্তু বীজের হানি করিতেছে। বর্ত্তমান প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া এবং পঞ্জিকার বৃষ্টি ও শস্যগণনা বিচার করিয়া অনুমান হয়—সময়োপযোগী সুবৃষ্টির অভাববশতঃ হৈমন্তিক ধান্য ভালরূপ জন্মিবে না। আমন ধান্য নষ্ট হইল, হৈমন্তিক ধান্যের আশাও খুব কম। গত বৎসরের আংশিক অজন্মার ফলেই আমরা কাতর হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু (ঈশ্বর না করুন) এবার যদি অজন্মা পূর্ণতা লাভ করে তাহা হইলে আমাদের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইবে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইতেছি, আর অবশ্যম্ভাবী দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি। নিরুপায়ান্ নো জগদীশো রক্ষ।

নিবেদক—শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৫ই আগষ্ট ১৯২৮।

—০—

১৯০ খাং ডিঃ গুরুপদ মজুমদার দিং দেঃ মধু বেওয়া দিং দাবি ৩৩৫/০ পং সুলতানউজিয়াল মৌজে হিল্মোড়া ২৫২॥০ কাত ৩৫৵০ ডিক্রীদারের অংশে জমা ১৫৶০ আঃ ৩০৲

২২৩ খাং ডিঃ মান্নালাল বয়েদ দিং দেঃ শুকলাল সিংহ দাবি ১১৶০ পং মঙ্গলপুর মৌজে মহেশপুর গ্রাম /২৩১৬ কাত ১।০ নিজাংশে জমা ৫০ আঃ ৮৲

২৩২ খাং ডিঃ কালীচরণ সিংহ দেঃ শুকুন সিংহ দাবি ৩০।৵০ পং বহুতালি মৌজে বহুতালি ২০/ কাত ১০৲ আঃ ২০৲

২৩৫ খাং ডিঃ ঐ দেঃ জয়মন বিবি দিং দাবি ১৯॥/০ পরগনাদি ঐ ২/৩॥ কাত ১৵১০৫ আঃ ৫৲

২৪১ খাং ডিঃ শ্যামাপদ রায় দিং দেঃ হরিশ্চন্দ্র রায় দিং দাবি ৭৫৲ পং আসদনগর মৌজে খড়কাটী ৩২৫২ কাত ১২।/৩॥= আঃ ৫৫৲

৩২৭ খাং ডিঃ নবাব বাহাদুর অব মুর্শিদাবাদ দেঃ আনন্দলাল দাস পং কাকজোল মৌজে বল্লালপুর ২.০৩ একর কাত ৬৫৶৩ আঃ ৪০৲

৫১০ খাং ডিঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেঃ কেদারনাথ চৌধুরী দাবি ১৪০।৶০ মৌজে গোঠা ১১৫৩॥০ মধ্যে ৩৪॥০॥ কাত ৩৭।১৫ জমার সামিল আঃ ৪০৲

ব্যাঙের ঐ কট কট্ শব্দেই সাবধান হ'ন!

শুভ বিবাহ উপযোগী জামা ও কাপড়।

সকল শ্রেণীর সকল লোকের উপযুক্ত সকল রকম ফুলের নূতন নূতন ডিজাইন এর বেনারসী সাড়ী, পার্শী, বোম্বাই ও মাদ্রাজী সাড়ী, চেলি, তসর, গরদ, মটকা। সকল রকম দেশী তাঁতের কাপড়। জ্যাকেট, সেমিজ, মোজা, গেঞ্জী, রুমাল, তোয়ালে ইত্যাদি। যাঁহার যাহা আবশ্যক সমস্ত দ্রব্য একস্থানে বসিয়া একদরে পাইবেন। মূল্য বেশী কিম্বা অপছন্দ হইলে টাকা ফেরত দিয়া থাকি। মফঃস্বল অর্ডার যত্নের সহিত ভিঃ পিতে পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণলাল এণ্ড কোং মণিলাল

২০৭-৩ হ্যারিসন রোড (বড়বাজার) কলিকাতা।

সুস্থ শরীরে প্রহরী ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের পক্ষে
অমৃত সঞ্জীবনী কে ?

আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা।

এই বটীকা সুস্থ শরীরে সেবন করিলে যেমন শরীরকে অসুস্থ হইতে দেয় না, তেমনই অসুস্থ শরীরে সেবন করিলেও ব্যাধি হইতে সত্বরই নিরাময় হওয়া যায়। এই বটীকা যদি শুক্র-তারল্যে, স্বপ্নদোষে, অকালিক ক্ষয়ে, প্রমেহে, কোষ্ঠ কাঠিন্যে, অজীর্ণে, প্রস্রাব সম্বন্ধীয় পুরুষের রোগে সেবন করা যায়, তবে অব্যর্থ ফল প্রদান করে। ইহা স্ত্রীলোকের ব্যাধিতেও অসীম ফলদায়ক। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। এই বটীকা শুদ্ধ গাছ গাছড়া দ্বারা প্রস্তুত। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
বৈদ্য শাস্ত্রী।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।
জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৴০ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফুর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

আনন্দ ঔষধে সারে
আমলু পিত্তরোগে।
পেপ—অজীর্ণ ও অম্ল।
বিল—হিষ্টিরিয়ায়।
লুং—হাঁপানী।
হর—চুলকানি।
আরও অনেক ঔষধ আছে

ফোড়া,
বাগী,
কাকবিড়ালা,
ঠুন্‌কা,
উরুস্তম্ভ,
শীতলী,
ভগন্দর,
ব্রণ,
পৃষ্ঠব্রণ,

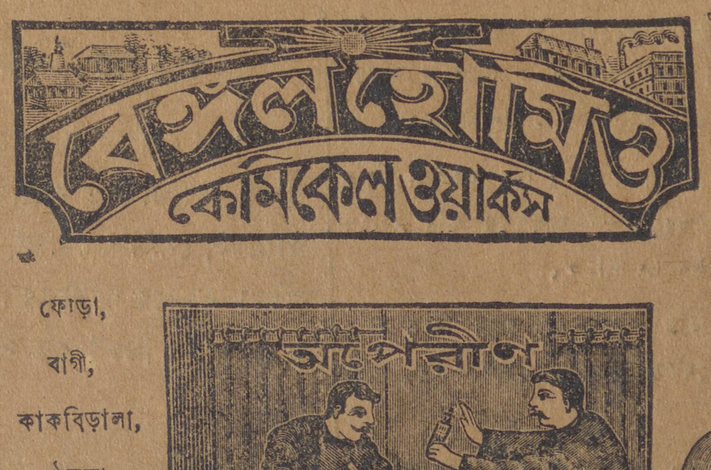

বঙ্গদেশে আবিষ্কার আমেরিকায় নয়।
এ দেশের রোগীর পক্ষে অব্যর্থ নিশ্চয়॥

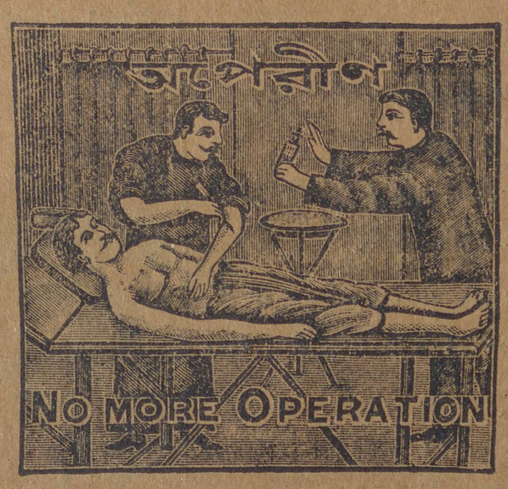

কর্ণমূল প্রভৃতি বিনা অস্ত্রে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲

"দামোদর সুধা" ম্যালেরিয়া জ্বরে। "রত্নাকর সালসা" রক্ত পরিষ্কারে।
দুর্ব্বলের বল বাড়ে "ভাইট্যালিন" সেবনে। কলেরাতে "স্পিরিট ক্যাম্ফর" রাখুন যতনে।
"সুশীতল তৈল" মস্তিষ্ক শীতলে। নষ্ট হয় চর্ম্মরোগ "একজিন" মাখিলে।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ১টী দিন পঞ্জিকা পাইবেন

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত